বোর্ডের গণিত বই: কোন ভুল নেই?

আমরা যা ভেবেছিলাম, তাই ঘটেছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃপক্ষ আমাদের ১৫ই জানুয়ারীর উপ-সম্পাদকীয় পড়ে বেজায় নাখোশ হয়েছেন। ভুল ধরিয়ে দিলে কার না রাগ হয়! বোর্ড কর্তৃপক্ষ যে সমালোচনায় রেগে যাবেন, তাতে আর বিস্ময় কি! জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ডের প্রধান সম্পাদক এক দীর্ঘ প্রতিবাদপত্র পাঠিয়ে আমাদের এই বলে নসিহত করেছেন যে, 'সমালোচনার জন্য সমালোচনা না হয়ে সমালোচনা যদি গঠনমূলক হয়, তাহলে সব সময়ই তা অভিপ্রেত।' অর্থাৎ বোর্ড কর্তৃপক্ষের চোখে আমাদের উপসম্পাদকীয় নিবন্ধ নিছক সমালোচনার জন্যে সমালোচনা বলে মনে হয়েছে। অবশ্য নবম ও দশম শ্রেণীর মাধ্যমিক গণিতের 'ভূমিকা'য় ও 'অনুভূমিকা'য় বোর্ডের চেয়ারম্যান ও গণিত সমিতির সভাপতি এ আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তাদের প্রকাশিত গ্রন্থ সম্পর্কে সবার মতামত জানতে পারলে তারা তা বিবেচনা করবেন। তবে এসব যে সেফ কথার কথা, তাও আমাদের অজানা নয়। নইলে নিজেদের বইয়ের সাফাই গাওয়ার জন্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ডের প্রধান সম্পাদক সাহেব আমাদের উদ্দেশে লম্বা চিঠি ঝাড়তেন না (প্রধান সম্পাদক সাহেবের চিঠিটি হুবহু এই সঙ্গে ছেপে দেয়া হল)।

প্রধান সম্পাদক সাহেবের এক নম্বর সাফাই, নবম ও দশম শ্রেণীর গণিত বইয়ের ১৮৮ পৃষ্ঠার ২২ নম্বর অংকে কোন ভুল নেই। এর সমর্থনে তিনি বইয়ের ১৮৮ পৃষ্ঠার একটি ফটোকপিও দাখিল করেছেন। তার পাঠানো ফটো কপিতে সত্যি সত্যি কোন ভুল নেই। কারণ তিনি সযত্নে বেছে বিভিন্ন প্রেসে ছাপা ওই মাধ্যমিক গণিত গ্রন্থ থেকেই ১৮৮ পৃষ্ঠার ফটোকপি করিয়েছেন, যেখানে উল্লিখিত অংকটি শুদ্ধ ভাবে মুদ্রিত। তিনি বেমালুম চেপে গিয়েছেন যে ২, জিন্দাবাহার ২য় লেনে অবস্থিত পূর্ববঙ্গ প্রেস থেকেও মাধ্যমিক গণিতের কিছু কপি কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢেলে তারা ছাপিয়েছেন, যেখানে অংকটি অশুদ্ধভাবে মুদ্রিত আছে। আমরাও ১৮৮ পৃষ্ঠার ফটোকপি উপসম্পাদকীয় নিবন্ধের সঙ্গে ছাপিয়েছিলাম। গাঁটের পয়সা দিয়ে কেনা মাধ্যমিক গণিতের বইটি আমাদের হাতে মওজুদ আছে। কিন্তু বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ ভুলের জন্যে বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হয়ে চালাকি করে শুদ্ধভাবে প্রকাশিত কোন একটি বইয়ের ফটোকপি পাঠিয়ে ভুলের দায়িত্ব [illegible] এড়াতে চাইলেন [illegible]

এটাই পরিতাপজনক। বোর্ড কর্তৃপক্ষের 'অনুসন্ধান' ও অনুধাবনের জন্যে আমরা আবারও মাধ্যমিক ১৯৮৬ সালের জানুয়ারীতে পূর্ববঙ্গ প্রেসে পুনর্মুদ্রিত কপির ওই একই অনুশীলনী থেকে আরও একটি ভুলের নজির এসঙ্গে ছাপিয়ে দিচ্ছি। অনুশীলনী ২.১-এর ২৫ নম্বর অংকের উত্তর (পৃষ্ঠা ৩৫৫) ভুল মুদ্রিত আছে। এবার আমরা সংস্করণের তারিখ এবং প্রেসের ঠিকানা উল্লেখ করে দিলাম। বোর্ড কর্তৃপক্ষ কি ব্যাখ্যা দেন, জানার জন্যে আমরা অপেক্ষা করব।

বোর্ডের প্রধান সম্পাদক সাহেব তার চিঠির শুরুতেই আমাদের এই বলে নসিহত করেছেন যে, 'কোন পাঠ্য বইয়ের সমালোচনা করতে হলে মুদ্রণের সনের উল্লেখ করা প্রয়োজন।' মজার ব্যাপার হচ্ছে, তার চিঠিতে নবম ও দশম শ্রেণীর গণিত পাঠ্য বইয়ের 'সর্বশেষ মুদ্রিত' সংস্করণ'-এর কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু নিজেও সর্বশেষ মুদ্রিত সংস্করণের সন-তারিখ উল্লেখ করেননি। অন্যকে নসিহত করার আগে নিজে একটু নসিহত হওয়া ভাল। বোর্ড কর্তৃপক্ষ নসিহত হতে চান না বলেই আমাদের দেশে বোর্ডের পাঠ্য বইগুলির অমন দুর্দশা।

অষ্টম শ্রেণীর গণিত গ্রন্থের মুদ্রণকাল উল্লেখ না করায় বোর্ড কর্তৃপক্ষ গোস্বা হয়েছেন। তাদের সুবিধার জন্য বলছি, আমরা ১৯৮৫ সালের মার্চ মাসের সংস্করণ থেকে ভুলের উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম। বোর্ড কর্তৃপক্ষ দাবী করেছেন, অষ্টম শ্রেণীর গণিত বইয়ের সর্বশেষ মুদ্রিত সংস্করণে (মার্চ, ১৯৮৬) কোন ভুল নেই। আমরা দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, উল্লিখিত বইয়ের অষ্টম অধ্যায়ের 'বিবিধ প্রশ্নমালা'র অন্তত ২১ নম্বর অংকে এখনও ভুল রয়ে গেছে। অংক অনুসারে বোর্ড কর্তৃপক্ষ তাদের উল্লিখিত ফল মেলাতে পারবেন না। এছাড়াও উল্লিখিত অংকে ভুল বানান ও ভিন্ন রীতির বানান রয়েছে। একই বইয়ে বীজগণিত অধ্যায়ে ৩.৩ অনুশীলনীর ২১ নম্বর অংকে

মান নির্ণয় কর।

২৫। যদি $\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}=a$ হয়, তবে $x^2+\frac{1}{x^2}$ এর মান নির্ণয় কর।

২৬। $a+b=\sqrt{3}$ এবং $a-b=\sqrt{2}$ হলে প্রমাণ কর যে,

১৯১ পৃষ্ঠার ২৫ নম্বর অংক

১৯। a^2+2 ২০। a^4-4a^2+2. ২১। 1. ২৩। (i) 74; (ii) 35. ২৪। 16. ২৫। a^4-4a^4+2. ২৬। 5. ২৭। 19. ২৮। 7। ২৯। 14. ৩০। 9. ৩২। (১) ... q^2-6^2 ইত্যাদি (অসংখ্য উত্তর সম্ভব);

৩৫৫ পৃষ্ঠায় এর উত্তর: আরও একটি ভুলের নমুনা

ভুল সংখ্যা দেয়া হয়েছে যার ভিত্তিতে অংকটি সমাধান করা সম্ভব নয়। একই অনুশীলনীতে ১৩ নম্বর অংকটিতেও ভুল রয়েছে (পৃষ্ঠা ১৩৩)। ১৭৪ ও ১৭৫ পৃষ্ঠায় অংকের ক্রমিক নম্বরে এপার ভুল আছে। বোর্ডের সম্পাদক সাহেব বুক চাপড়ে বলেছেন যে নতুন সংস্করণে কোন ভুল নেই। অথচ একটি অনুশীলনীতেই দুয়ের অধিক ভুল রয়ে গেছে। সম্পাদক সাহেব এবার কি বলবেন? এতগুলি ভুলের উল্লেখে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ডের কর্ণধাররা কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করবেন, এ আমরা মনে করি না। কারণ, বোর্ডের প্রধান সম্পাদক সাহেব তো বলেই রেখেছেন, 'একটি কিংবা দুটি ভুল থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক কোন ব্যাপার নয়।' পাঠ্য বইয়ে ভুল যখন কর্তৃপক্ষের কাছে কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়, তখন তাদের কিছু বলে আর কি লাভ! ভুলের সমর্থনে তারা লম্বা লম্বা চিঠি আমাদের উদ্দেশে ঝাড়তে পারবেন, কোন অসুবিধা নেই।

প্রধান সম্পাদক সাহেবের চিঠিতে বানান ও ভাষাগত বিচ্যুতি সম্পর্কে আর কিছুই বললাম না। এবার চেয়ারম্যান প্রফেসর মুহম্মদ এলতাসউদ্দীন সাহেবের ভূমিকা প্রসঙ্গে আসি। সম্পাদক সাহেব চিঠিতে বলেছেন, 'ফলশ্রুতি' শব্দটি পরিণাম 'তাৎপর্য' ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তিনি যে অভিধান দেখেছেন, সে জন্যে তাকে অভিনন্দন। কিন্তু এই 'ইত্যাদি অর্থেও' ব্যাপারটিতেই আমাদের আপত্তি। 'ফলশ্রুতি' শব্দের প্রধান অর্থ যেখানে 'কর্মের, বিশেষতঃ পুণ্য কর্মের ফল বর্ণনা ও তাহা শ্রবণ', সেখানে তারা 'ও' অর্থে, অর্থাৎ গৌণ অর্থে শব্দটি ব্যবহার করবেন কেন? 'সন্দেশ' শব্দের একটি অর্থ 'সংবাদ'। কিন্তু এখন তা গৌণ অর্থ—সন্দেশ আমাদের কাছে 'মিঠাই বিশেষ'। বোর্ডের ভুলভারাক্রান্ত বই পড়েও ছেলেমেয়েরা যখন পাস করে, তখন আমরা খবর শুনি এবং সন্দেশ রসগোল্লার ভাগও মাঝে মধ্যে পাই।

প্রধান সম্পাদক সাহেব আমাদের নসিহত করতে চেয়েছেন বলেই বলা, নইলে আমরা চেপে যেতাম। প্রফেসর মুহম্মদ এলতাসউদ্দীন স্বাক্ষরিত মাধ্যমিক গণিতের ভূমিকা থেকে একটি বাক্য আমরা উদ্ধৃত করছি। বাক্যটি হচ্ছে, 'সকল শ্রেণীর পাঠ্য বইয়ে যেন একই ধরনের বানান-রীতি অনুসৃত হয়, সে জন্যে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে বানানের নীতিমালা প্রণয়ন করে পরিমার্জিত ও প্রণীত পুস্তকসমূহের একই বানান ব্যবহার করা হয়েছে।' পাঠকরা যদি কষ্ট করে বাক্যটি একটু পড়ে দেখেন, তাহলে এক মুহূর্তে তাদের কাছে একথা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, 'একই ধরনের বানানরীতি কথাগুলি ভাষাগত দৃষ্টিকোণ থেকে যথার্থ ব্যবহার নয়—'একই বানান রীতি' বললেই যথেষ্ট হত কিংবা একই ধরনের বানান। আবার কথাভাষায় লেখা ভূমিকায় বলা হয়েছে, 'প্রণীত পুস্তকসমূহে একই বানান ব্যবহার করা হয়েছে।' একই বানান, না একই বানান রীতি?

বোর্ড কর্তৃপক্ষ কেন একথা স্বীকার করছেন না যে তাদের প্রকাশিত বইয়ের মান নীচু এবং বইয়ে অসংখ্য ভুল আছে। আমরা মাত্র দুটি গণিত বইয়ের কয়েকটি অনুশীলনীর ভুল এখানে উল্লেখ করলাম। বোর্ডের বইগুলি নিয়ে বসলে ভুলের মহাভারত লেখা হয়ে যাবে। বোর্ড সময় মত বই সরবরাহ করতে পারেন না, যার ফলে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া ভন্ডুল হয়। তারা সত্যি জাতিকে শিক্ষা দিয়ে ছাড়ছেন।

সরকারের কাছে আমাদের আবেদন, বোর্ডের বইয়ের নিম্নমান এবং ভুলত্রুটি সম্পর্কে অবিলম্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হোক এবং এজন্যে দায়ী ব্যক্তিদের যথাযোগ্য শাস্তি বিধান করা হোক। বাজে বই ছাপিয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্যই যারা ভন্ডুল করছে, তাদের ব্যাপারে কড়া মনোভাবই গ্রহণ করা দরকার। মাধ্যমিক গণিতের বইয়ের ভূমিকায় (পুনর্মুদ্রণ: জানুয়ারী ১৯৮৬, পূর্ববঙ্গ প্রেস, ২, জিন্দাবাহার ২য় লেন, ঢাকা) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ডের চেয়ারম্যান লিখেছেন, 'যদি তেমন কিছু ধরা পড়ে, আমরা আগামী সংস্করণে তা সংশোধন করতে সচেষ্ট হব।' চেয়ারম্যান সাহেবকে বলব, গণিতের একটি মাত্র অনুশীলনীতেই যেখানে তাদের চোখে 'স্বাভাবিক' দুইয়ের বেশি ভুল ধরা পড়েছে, সেখানে সত্যি 'তেমন কিছু' ধরা পড়ে গেছে বলেই তাদের স্বীকার করে নেয়া ভাল।

—ভাষ্যকার